গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব (সচিবের রুটিন দায়িত্ব) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	:	২৯ মে, ২০২৪, দুপুর ১২.৩০ ঘটিকায়
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন এবং এসকল প্রতিশ্রুতির সাথে সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদ এবং বর্তমান মেয়াদের অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ইশতেহারের সম্পর্ক রয়েছে বিধায় প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব, প্রশাসন-১ অধিশাখা জনাব মো: আবদুর রহমান গত ৩০ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি সভায় অবহিত করেন।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ০৬ (ছয়) টি প্রতিশ্রুতি নিম্নরুপ:

ক্র. নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ	ঘোষণার সময়কাল	বাস্তবায়ন সময়কাল	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	সিরাজগঞ্জে সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন	০৯-০৪-২০১১	জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
২.	মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন	০৯-০৪-২০১১	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
৩.	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ (জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প)	২১-০৭-২০১০	জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	বর্তমানে রাজস্বখাত হতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে
৪.	গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগীর হ্যাচারি স্থাপন	০৩-০৫-২০১০	অক্টোবর,২০১১ হতে জুন,২০১৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
৫.	চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ	২৭-০৪-২০১০	১৬/০৯/২০১৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	চলমান রয়েছে
৬.	জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান	৩০-০৭-২০০৯	২০১২-১৩ অর্থবছরে হতে অদ্যাবধি	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	চলমান রয়েছে

এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে নিম্নরুপ নির্দেশনাসমূহ প্রদান করেন, যার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে:

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	এসডিজি ম্যাপিং অনুযায়ী লিড, কো-লিড ও এসোসিয়েট লক্ষ্যমাত্রা/সূচকসমূহের সার্বিক অগ্রগতি বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার অংশগ্রহণে প্রশাসন-৩ অধিশাখার উদ্যোগে সুবিধাজনক সময়ে SDG বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে।	সকল দপ্তর/ সংস্থার অংশগ্রহণে প্রশাসন-৩ অধিশাখার উদ্যোগে একটি কর্মশালা আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প কর্মকর্তা এবং দপ্তর/সংস্থা
২.	হাওর এলাকায় অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: ক. 'হাওর অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভার জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। খ. হাওর অঞ্চলে মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে জলমহাল নীতিমালা, ২০০৯ অনুসারে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।	ক) পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। খ) হাওর অঞ্চলে মৎস্য চাষের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়-এর সাথে সমন্বয় অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রপ্তানি করা যেতে পারে।	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: • বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর প্রায় ৫০টিরও অধিক দেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে সৌদি আরব উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের ৩৪টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে Wild Catch মৎস্য পণ্য রপ্তানির জন্য SFDA (Saudi Food and Drug Authority) কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩০টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে মৎস্যপণ্য রপ্তানি করছে। • ফিশ ফিলেট ও অন্যান্য ভ্যালু এ্যাডেড ফিশ প্রোডাক্ট রপ্তানি অধিকতর বৃদ্ধির জন্য রপ্তানিকারকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানাসমূহকে ফিশ প্রসেসিং এর মাধ্যমে ফিশ ফিলেট ও অন্যান্য ভ্যালু এ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করে রপ্তানি করার পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। • রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপন্থা প্রণয়নে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৭/০৪/২০২৪ ও ২৩/০৪/২০২৪ খ্রি. তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: • BTF (Bangladesh Trade Facilitation) প্রকল্পের সহযোগিতায় বাংলাদেশে মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ চলমান আছে।	ক) বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। খ) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা আহবান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রাস/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		• প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন ধরনের সভা আহবানমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		
৪.	বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে উঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনেতিক উন্নয়ন সম্ভব।	মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: • মৎস্য অধিদপ্তর হতে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিকারক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিদেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিতে আমদানিকারক দেশের মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চাহিদা ও অন্যান্য কম্প্লায়েন্স বিষয়ে নিয়মিত পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। • রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ভ্যালু এ্যাডেড প্রোডাক্ট প্রস্তুতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং উক্ত ভ্যালু এ্যাডেড প্রোডাক্ট রপ্তানিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। • মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিটিএফ প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় এ্যাকশন প্লানের কার্যক্রম চলমান। • রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপন্থা প্রণয়নে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৭/০৪/২০২৪ ও ২৩/০৪/২০২৪ খ্রি. তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	ক) বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খ) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা আহবান করে অগ্রগতি জানাতে হবে। গ) প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ প্রাস) চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
		বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি): বেসরকারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের আওতাধীন চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর এবং মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্র, কক্সবাজার এর মাধ্যমে যথাক্রমে ১২ (বার) জন এবং ০৮ (আট) জন রপ্তানিকারক/ ব্যবসায়ীকে রপ্তানিযোগ্য মাছের সংরক্ষণ ও হিমায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। • এছাড়াও বর্তমানে বর্ণিত কেন্দ্র ০২টি'র সংরক্ষণ ক্ষমতা যথাক্রমে ৪৫০ টন ও ১০০ টন এবং হিমায়ন ক্ষমতা দৈনিক ৮ টন ও ৬ টন। অধিক সংখ্যক বেসরকারী উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভূক্তকরণের লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। • ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্র, কক্সবাজার কর্তৃক ৬৬০২৫ মেঃ টন (এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত) মাছ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।		
		প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য মতে: • ২০২৩-২৪ অর্থবছরেরে মার্চ মাস পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে তত্বাবধানে ৯২.৮৬ কোটি টাকার প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। • প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি সহজতর করতে এবং বেসরকারি রপ্তানিকারকগণকে আগ্রহী করতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন ট্রেড উইং এবং USDA (United States Department of Agriculture) এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন BTF (Bangladesh Trade Facilitation) প্রকল্পের আওতায় রপ্তানি ইস্যুতে complience অর্জনের কার্যক্রম চলমান আছে। রপ্তানিপণ্যসমূহের উৎপাদনস্তরে GLPP (Good Livestock Production Practice) প্রণয়ন করা হয়েছে।		